নেসকো লি: -এর শতভাগ বিদ্যুতায়ন ও উত্তরবঙ্গো আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন

পরিকল্পনা ও প্রকল্প দপ্তর
নর্দান ইলেকট্রিসিটি সাপ্লাই কোম্পানি (নেসকো) লি:

“বিদ্যুৎ ছাড়া কোনো কাজ হয় না, কিন্তু দেশের জনসংখ্যা শতকরা ১৫ ভাগ লোক যে শহরের অধিবাসী সেখানে বিদ্যুৎ সরবরাহের অবস্থা থাকিলেও শতকরা ৮৫ জনের বাসস্থান গ্রামে বিদ্যুৎ নাই। গ্রামে গ্রামে বিদ্যুৎ সরবরাহ করিতে হইবে। ইহার ফলে গ্রাম বাংলার সর্বক্ষেত্রে উন্নতি হইবে।”

-জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবর রহমান (জুলাই, ১৯৭৫)

যেকোনো রাষ্ট্রের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ অংশ তার নাগরিকগণ। রাষ্ট্র তার নাগরিকগণের জীবনযাত্রার মান উন্নত করার লক্ষ্যে যে সকল সুবিধাগুলো নিশ্চিত করার জন্য সচেষ্ট থাকে তার মধ্যে বিদ্যুৎ অন্যতম। গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধানেও নাগরিকের জন্য বিদ্যুৎ সুবিধার ব্যবস্থা করার কথা বলা হয়েছে।

“নগর ও গ্রামাঞ্চলের জীবন যাত্রার মানের বৈষম্য ক্রমাগত দূর করিবার উদ্দেশ্যে কৃষিবিপ্লবের বিকাশ, গ্রামাঞ্চলে বৈদ্যুতীকরণের ব্যবস্থা, কুটিরশিল্প ও অন্যান্য শিল্পের বিকাশ এবং শিক্ষা, যোগাযোগ-ব্যবস্থা ও জনস্বাস্থের উন্নয়নের মাধ্যমে গ্রামাঞ্চলের আমূল রূপান্তরসাধনের জন্য রাষ্ট্র কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ করিবেন।”

-গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধান, ২য় ভাগ, অনুচ্ছেদ-১৬।

সূচী

(ক) নেসকো'র সংক্ষিপ্ত পরিচিতি ও অর্জনঃ ৪

পরিচিতি: ৪

অর্জন: ৪

গ্রাহক সংখ্যা: ৫

বিদ্যুৎ ব্যবস্থাপনায় উন্নয়ন: ৫

৩৩/১১ কেভি উপকেন্দ্র নির্মাণ: ৫

বিদ্যুৎ বিতরণ লাইন নির্মাণ: ৬

বিতরণ ট্রান্সফর্মার: ৭

বিদ্যুৎ চাহিদা: ৭

জিআইএস প্রযুক্তির ব্যবহার: ৮

স্মার্ট ডিস্ট্রিবিউশন সিস্টেম/ স্ক্যাডা: ৮

গ্রাহক আঙিনায় স্মার্ট মিটার স্থাপন: ৮

রাজস্ব আদায় ও সিস্টেম লস: ৯

(খ) শতভাগ বিদ্যুতায়নে নেসকোর ভূমিকাঃ ১০

অফগ্রীড চরাঞ্চলে বিনামূল্যে সোলার হোম সিস্টেম বিতরণ, স্থাপন ও রক্ষণাবেক্ষণ: ১০

(গ) শতভাগ বিদ্যুতায়নে আর্থসামাজিক উন্নয়নে সম্ভাব্য প্রভাবঃ ১২

(ক) নেসকো'র সংক্ষিপ্ত পরিচিতি ও অর্জনঃ

পরিচিতি:

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের রূপকল্প – ২০২১ এর আওতায় "ঘরে ঘরে বিদ্যুৎ" ও "সবার জন্য বিদ্যুৎ" এর লক্ষ্যমাত্রা ধার্য করা হয়। এরই ধারাবাহিকতায় বিদ্যুৎ খাতের পুনর্বিন্যাস, পুনর্গঠন ও ব্যবস্থাপনার উন্নয়ন সাধনের মাধ্যমে জেনারেশন, ট্রান্সমিশন ও বিতরণ ক্ষেত্রের জবাবদিহিতা ও উন্নততর সেবা নিশ্চিত করতে ১লা অক্টোবর, ২০১৬ সাল থেকে বাংলাদেশ বিদ্যুৎ উন্নয়ন বোর্ড থেকে সকল সম্পদ ও দায়-দায়িত্ব গ্রহণ করে নর্দান ইলেক্ট্রিসিটি সাপ্লাই কোম্পানি (নেসকো) লিমিটেড বাণিজ্যিক কার্যক্রম শুরু করে। প্রচলিত আইন কাঠামোর মধ্যে নেসকো লিঃ এর সামগ্রিক পরিচালনার জন্য চূড়ান্ত কর্তৃপক্ষ হলো পরিচালনা পর্ষদ। সরকার কর্তৃক মনোনীত পরিচালক দ্বারা বোর্ড গঠিত। পরিচালনা পর্ষদের নির্দেশনা অনুযায়ী, নেসকো লিঃ এর কৌশলগত কার্যক্রম একটি ব্যবস্থাপনা দল দ্বারা পরিচালিত হয় যার প্রধান হলেন ব্যবস্থাপনা পরিচালক ও নির্বাহী পরিচালকগণ।

নর্দান ইলেক্ট্রিসিটি সাপ্লাই কোম্পানি (নেসকো) লিমিটেড বাংলাদেশ বিদ্যুৎ উন্নয়ন বোর্ড এর একটি প্রতিষ্ঠান। নেসকো লিঃ উত্তরাঞ্চলের রাজশাহী ও রংপুর বিভাগের ১৬ টি জেলার আওতাধীন ৩৯ টি উপজেলা শহর ও শহরাঞ্চলের প্রায় ১৮ লক্ষ গ্রাহক গণকে ৫৫ টি বিক্রয় ও বিতরণ বিভাগ/ বিদ্যুৎ সরবরাহ ইউনিট এর মাধ্যমে নির্ভরযোগ্য ও সাশ্রয়ী বিদ্যুৎ সরবরাহ, অধিকতর উন্নত গ্রাহক সেবা প্রদান এবং গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের রূপকল্প-২০২১ বাস্তবায়নের জন্য নিরলসভাবে কাজ করে যাচ্ছে।

অর্জন:

বঙ্গবন্ধুর সোনার বাংলা গড়ার স্বপ্নকে ধারণ করে দেশের আপামর জনগোষ্ঠীর জীবনমান ও আর্থ সামাজিক উন্নয়ন তথা দেশের সমৃদ্ধির জন্য বিদ্যুতের গুরুত্ব বিবেচনা করে বিদ্যুৎ জ্বালানি ও খনিজসম্পদ মন্ত্রণালয়ের সকল কার্যক্রম সুষ্ঠুভাবে পরিচালনা করতে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা প্রত্যক্ষভাবে অভিভাবকত্ব করছেন গুরুত্বপূর্ণ এই মন্ত্রণালয়ের মাননীয় মন্ত্রী হয়ে। তাঁরই প্রত্যক্ষ নেতৃত্বে দেশের চলমান অগ্রযাত্রায় সমৃদ্ধ ভবিষ্যৎ বিনির্মাণে বিদ্যুৎ উৎপাদন, সঞ্চালন ও বিতরণের সামগ্রিক কর্মকান্ড বাস্তবায়ন করে চলেছে বিদ্যুৎ বিভাগ ও এই বিভাগের আওতাধীন উৎপাদন, সঞ্চালন ও বিতরণ কোম্পানিগুলো। নেসকো লিমিটেডও এই কর্মযজ্ঞ বাস্তবায়নের অন্যতম অংশীদার। এই অংশীদারত্বের মাধ্যমে দেশের উত্তরবঙ্গের নেসকো'র আওতাধীন এলাকার ১৮ লক্ষাধিক গ্রাহককে ৫৫ টি বিক্রয় ও বিতরণ বিভাগের মাধ্যমে বিদ্যুৎসেবা দিয়ে চলেছে নেসকো। উত্তরবঙ্গের রাজশাহী ও রংপুর বিভাগের ১৬ টি জেলার ৩৯ টি উপজেলায় বিদ্যুৎ সরবরাহ করছে প্রতিষ্ঠানটি। বিদ্যুৎসেবা প্রদানকারী প্রতিষ্ঠানটির অর্জনসমূহের উল্লেখযোগ্য কয়েকটি উপাত্তের মধ্য দিয়েও নিম্নরূপে প্রকাশিত হয়।

গ্রাহক সংখ্যা:

নেসকো লিমিটেড উত্তরবঙ্গের ২ বিভাগের ১৬ জেলার একটি বৃহৎ অংশে বিদ্যুৎ সরবরাহ করতে দায়িত্বরত। আওতাধীন এই এলাকায় জনসংখ্যা সাথে সাথে অর্থনৈতিক কর্মকান্ডও বৃদ্ধি পাচ্ছে। ফলে সার্বিকভাবে গ্রাহক সংখ্যা অত্যন্ত দ্রুত বাড়ছে। জলবায়ুর পরিবর্তন ও প্রতিকূলতার কারণে চিরায়ত কাল থেকে কৃষিনির্ভর এই জনগোষ্ঠীর জন্য সেচও হয়ে উঠেছে অনিবার্য। এসকল কারণে গ্রাহক সংখ্যার যে উর্ধগতি, নিম্নের ছকের মাধ্যমে তা স্পষ্টতই পরীলক্ষিত হয়।

ছক-১: নেসকো লিমিটেড এর গ্রাহকসংখ্যা বৃদ্ধি নির্দেশক তথ্যছক

ক্রমিক নং	অর্থ বৎসর	গ্রাহকসংখ্যা
১	২০১৬-১৭	১২,৯৩,২৫৬
২	২০১৭-১৮	১৩,৭৮,২৫৮
৩	২০১৮-১৯	১৪,৭৭,৮৮৬
৪	২০১৯-২০	১৫,৬৮,৯৮২
৫	২০২০-২১	১৬,৮৯,২৯৫
৬	২০২১-২২	১৮,০০,১০০

বিদ্যুৎ ব্যবস্থাপনায় উন্নয়ন:

বিদ্যুৎব্যবস্থাপনা এবং এর কাঠামোর গুণগত মান সর্বসাধারণের জন্য বিদ্যুৎ সেবা সরবরাহ করতে অত্যন্ত জরুরি। উন্নত দেশ হবার জন্য যেই সামগ্রিক উন্নয়ন কর্মযজ্ঞ একটি রাষ্ট্রের হাতে নেওয়া প্রয়োজন তার জন্য উন্নত বিদ্যুৎ কাঠামো ও উন্নত বিদ্যুৎ ব্যবস্থাপনা একটি অত্যাবশ্যকীয় বিষয়। সেলক্ষ্যে সুপরিকল্পিতভাবে বিদ্যুৎ, জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ মন্ত্রণালয়ের বিদ্যুৎ বিভাগ ও এর আওতাধীন প্রতিষ্ঠানসমূহের মাধ্যমে বিভিন্ন উদ্যোগ ও কর্মপরিকল্পনা হাতে নেওয়া হয়েছে। বঙ্গবন্ধুকন্যা শেখ হাসিনা'র নেতৃত্বে চলমান এই উন্নয়ন কর্মযজ্ঞে নেসকো লিমিটেডও গৌরবের সাথে সামিল হয়েছে।

২০১৬ সালে প্রতিষ্ঠিত হবার পর থেকে নেসকো লিমিটেডের আওতাধীন এলাকায় বাংলাদেশ বিদ্যুৎ উন্নয়ন বোর্ড এবং নেসকো এর নিরন্তর প্রচেষ্টায় বিদ্যুৎ ব্যবস্থাপনায় কাঠামোগত ব্যাপক কার্যক্রম হাতে নেওয়া হয়, যা ইতোমধ্যে দৃশ্যমান। তন্মধ্যে উল্লেখযোগ্য-

- ৩৩/১১ কেভি বিদ্যুৎ উপকেন্দ্র নির্মাণ
- বিদ্যুৎ বিতরণ লাইন নির্মাণ
- বিদ্যুৎ বিতরণ ট্রান্সফর্মার স্থাপন
- বিদ্যুৎ বিতরণ ব্যবস্থাপনাপনায় জিআইএস প্রযুক্তি আনয়ন
- গ্রাহকপর্যায়ে স্মার্ট মিটার স্থাপন ইত্যাদি।

এসকল অবকাঠামোগত উন্নয়নমূলক কর্মকান্ডের চিত্র নিম্নে প্রদত্ত তথ্য ও উপাত্তের মাধ্যমে প্রকাশিত হয়।

৩৩/১১ কেভি উপকেন্দ্র নির্মাণ:

বিদ্যুৎ সরবরাহ মূলত উৎপাদন, সঞ্চালন ও বিতরণের একটি নিবিড় সমন্বয়। এক্ষেত্রে গ্রাহকের বিদ্যুৎ প্রাপ্তির নিশ্চয়তায় বিদ্যুৎ উৎপাদন যেমন গুরুত্বপূর্ণ, বিদ্যুৎ বিতরণ কাঠামোর ক্ষমতা ও গুণগত মানও সমান গুরুত্বপূর্ণ। বিদ্যুৎ উৎপাদন বিদ্যুৎ বিতরণ ব্যবস্থায় অত্যন্ত জরুরি অবকাঠামো হলো ৩৩/১১ কেভি উপকেন্দ্র। এই উপকেন্দ্রের ক্ষমতা ও কার্যকারিতার উপর গ্রাহকগণের বিদ্যুৎ প্রাপ্তির বিষয়টি অনেকটাই নির্ভর করে বিধায় নেসকো লিমিটেড ক্রমবর্ধমান জনগোষ্ঠীর বিদ্যুৎ চাহিদার কথা বিবেচনা করে প্রকল্পের মাধ্যমে ৩৩/১১ কেভি উপকেন্দ্র স্থাপনের উদ্যোগ নেয়। নেসকো লিমিটেড এবং বাংলাদেশ বিদ্যুৎ উন্নয়ন বোর্ডের প্রকল্প সমূহের সফল বাস্তবায়নের মাধ্যমে ২০১৬ সালে প্রতিষ্ঠিত হয়েও অত্যন্ত দ্রুত সময়ের মধ্যে নেসকো লিমিটেড চাহিদার সাথে সংগতিপূর্ণভাবে বেশ কিছু ৩৩/১১ কেভি উপকেন্দ্র স্থাপন করতে সক্ষম হয়। এছাড়াও ভবিষ্যতের সুদূরপ্রসারি পরিকল্পনার সাথে সামঞ্জস্য রেখে নেসকো বিভিন্ন পর্যায়ে

আরও কিছু উপকেন্দ্র স্থাপনের পরিকল্পনা এবং উদ্যোগ গ্রহণ করেছে, যা প্রয়োজন অনুযায়ী ভবিষ্যতে সামগ্রিক বিদ্যুৎ সরবরাহ ব্যবস্থায় যুক্ত হবে।

ছক-২: নেসকো লিমিটেড এর উপকেন্দ্র সক্ষমতা বৃদ্ধি নির্দেশক তথ্যছক

বৎসর	**২০১৬**	**২০১৭**	**২০১৮**	**২০১৯**	**২০২০**	**২০২১**	**২০২২**	**২০২৩ (সম্ভাব্য সমাপ্তিকাল বিবেচনায়)**
মোট উপকেন্দ্রের সংখ্যা	৫৮	৫৮	৬৩	৬৩	৬৪	৭৮	৮৮	৯৩
নেসকো লিঃ, রাজশাহী অঞ্চল (এমভিএ; নরমাল কুলিং/ ফোর্সড কুলিং)	৮৬০ / ১১৪৬	৮৬০ / ১১৪৬	৮৯০ / ১১৮৫	৮৯০ / ১১৮৫	৯২০ / ১২২৪	১২০৩ / ১৬০০	১২৭২ / ১৬৯২	১৫৮৬ / ২১০৯
নেসকো লিঃ, রংপুর অঞ্চল (এমভিএ; নরমাল কুলিং/ ফোর্সড কুলিং)	৪৬৬ / ৬২০	৪৬৬/ ৬২০	৪৮৬ / ৬৪৬	৪৮৬ / ৬৪৬	৪৮৬ / ৬৪৬	৭৮৪ / ১০৪৩	৯৯৪ / ১৩২২	১১৭৯ / ১৫৬৮
মোট ক্ষমতা (এমভিএ; নরমাল কুলিং/ফোর্সড কুলিং)	১৩২৬ / ১৭৬৬	১৩২৬/ ১৭৬৬	১৩৭৬ / ১৮৩১	১৩৭৬ / ১৮৩১	১৪০৬ / ১৮৭০	১৯৮৭ / ২৩৪৩	২২৬৬ / ৩০১৪	২৭৬৫ / ৩৬৭৭

বিদ্যুৎ বিতরণ লাইন নির্মাণ:

বিদ্যুৎ উপকেন্দ্র থেকে গ্রাহক আঙিনা পর্যন্ত বিদ্যুৎ সরবরাহের জন্য বিতরণ লাইন নির্মাণ ও সম্প্রসারণ যেকোনো বিদ্যুৎ বিতরণ ইউটিলিটির জন্য অন্যতম চ্যালেঞ্জ। গ্রাহকগণের বিচ্ছিন্নভাবে জনবসতি স্থাপন ও অনুমোদিত সড়কের বাইরে মাঠ এবং জনবসতির মধ্য দিয়ে নাগরিকদের এলোমেলো ভাবে অস্থায়ী রাস্তা তৈরি করা বিদ্যুৎ বিতরণ লাইন নির্মাণে অন্তরায় হয়ে দাঁড়ায়। অন্যদিকে শতভাগ বিদ্যুতায়ন নিশ্চিত করতে যেকোনো বিচ্ছিন্ন জনবসতিকেও বিদ্যুৎ বিতরণ লাইনের মাধ্যমে যুক্ত করা প্রয়োজন। সেসকল দিক বিবেচনায় রেখে নানামুখী কার্যক্রমের মাধ্যমে বিদ্যুৎ বিতরণ লাইন নির্মাণ ও সম্প্রসারণ করেছে নেসকো লিঃ। ২০১৬ সালে প্রতিষ্ঠিত হবার পর থেকে প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করে আধুনিক ও মানসম্মত বিতরণ লাইনের পরিমাণ বৃদ্ধির চিত্র নিম্নের ছকে স্পষ্ট হয়ে ওঠে।

ছক-৩: নেসকো লিমিটেড এর বিতরণ লাইন বৃদ্ধি নির্দেশক তথ্যছক

বৎসর	২০১৬	২০১৭	২০১৮	২০১৯	২০২০	২০২১	২০২২	২০২৩ (সম্ভাব্য সমাপ্তিকাল বিবেচনায়)
নেসকো লিঃ, রাজশাহী অঞ্চল (কিঃমিঃ)	৮,৭২১	১০,৪৯৮	১০,৮৪০	১১,৭১৩	১২,৪৫৮	১২,৬৫৫	১৫,৩৮৬	১৫,৪৯৪
নেসকো লিঃ, রংপুর অঞ্চল (কিঃমিঃ)	৬,০৬০	৭,২৯৪	৭,৫৩১	৮,১৩৭	৮,৬৫৫	৮,৭৯২	১০,৬৮৯	১০,৭৬৪
মোট (কিঃমিঃ)	১৪,৭৮১	১৭,৭৯২	১৮,৩৭১	১৯,৮৫০	২১,১১৩	২১,৪৪৭	২৬,০৭৫	২৬,২৫৮

বিতরণ ট্রান্সফর্মার:

যেকোনো বিদ্যুৎ ব্যবস্থায় ট্রান্সফর্মার একটি জরুরি, সংবেদনশীল ও অত্যাবশ্যক সরঞ্জাম যা অনেকক্ষেত্রেই গ্রাহকগণের বিদ্যুৎ চাহিদার তারতম্যের কারণে ওভারলোড ও আন্ডারলোড হতে পারে। একদিকে ট্রান্সফর্মার আন্ডারলোড ও আনব্যালান্সড লোড যেমন সম্পদের সুষ্ঠু ব্যবহারের পরিপন্থী, অন্যদিকে ট্রান্সফর্মার ওভারলোড ট্রান্সফর্মার পোড়া ও নষ্ট হওয়া এবং বিদ্যুৎ বিভ্রাটের অন্যতম কারণ। উভয় দিক বিবেচনা করে বিতরণ ট্রান্সফর্মার স্থাপনের উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়। নেসকো লিমিটেড এর আওতাধীন এলাকায় অত্যন্ত উর্ধমুখী কনজিউমার গ্রোথ থাকায় এবং বিদ্যুতের চাহিদাও অত্যন্ত দ্রুত বৃদ্ধি পাওয়ায় প্রকল্পের পাশাপাশি কেন্দ্রীয় ক্রয় দপ্তর হতে বিতরণ ট্রান্সফর্মার স্থাপনের উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়। বিতরণ ট্রান্সফর্মারের কার্যকারিতা নিশ্চিত করার জন্য মাঠ পর্যায়ে সকল দপ্তর হতে ট্রান্সফর্মারের নিয়মিত রক্ষণাবেক্ষণ করা হয়। এছাড়াও ট্রান্সফর্মার মেরামতের জন্য নেসকো লিমিটেডের আওতায় তিনটি রিপেয়ারিং ওয়ার্কশপ স্থাপন করা হয়েছে। এসকল উদ্যোগ সামগ্রিকভাবে শতভাগ বিদ্যুতায়নের জন্য প্রয়োজনীয় বিদ্যুৎসেবা প্রদানে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা রেখে চলেছে। ট্রান্সফর্মার সক্ষমতার বছরভিত্তিক তুলনামূলক চিত্র নিম্নোক্ত ছকে তুলে ধরা হলো।

ছক-৪: নেসকো লিমিটেড এর বিতরণ ট্রান্সফর্মার বৃদ্ধি নির্দেশক তথ্যছক

বৎসর	২০১৬		২০২১		২০২৩	
	সংখ্যা	মোট ক্ষমতা (কেভিএ)	সংখ্যা	মোট ক্ষমতা (কেভিএ)	সংখ্যা	মোট ক্ষমতা (কেভিএ)
নেসকো লিঃ, রাজশাহী অঞ্চল	৪,১১৩	৭,৫৭,৪০০	৬,৪৫৪	১২,৬৯,৪০০	৮,৫২৫	১৬,৫৬,৬০০
নেসকো লিঃ, রংপুর অঞ্চল	২,৭৬১	৪,৮৩,৪০০	৩,৪৯৪	৬,৩৪,৮০০	৬,২৫২	১২,২৭,৯০০
সর্বমোট	৬,৮৭৪	১২,৪০,৮০০	৯,৯৪৮	১৯,০৪,২০০	১৪,৭৭৭	২৮,৮৪,৫০০

বিদ্যুৎ চাহিদা:

নাগরিকের জীবনযাত্রার মান এবং কর্মচাঞ্চল্যের একটি বড় নির্দেশক বিদ্যুতের ব্যবহার। সামগ্রিক উন্নয়ন কর্মযজ্ঞে দেশের উন্নয়নের সাথে সাথে জীবনযাত্রার মানোন্নয়নের ফলে নাগরিকজীবনে বর্তমানে যেমন বেড়েছে জীবনযাপনে আধুনিক প্রযুক্তির ব্যবহার একই সাথে বেড়েছে বিদ্যুতের চাহিদা। উত্তরবঙ্গের কৃষিনির্ভর জনগোষ্ঠীর জন্য বিদ্যুৎ হয়ে দাড়িয়েছে সেচের অন্যতম সমাধান। আর এই

বৃহৎ জনপদে এই সবকিছুর সাথে তাল মিলিয়ে বাড়ছে বিদ্যুতের চাহিদা। নেসকো অঞ্চলে বিদ্যুতের চাহিদা ক্রমবর্ধমান। নীচের তথ্যছকের মাধ্যমে তা তুলে ধরা হলো।

ছক-৫: নেসকো লিমিটেড এর বিদ্যুৎচাহিদা বৃদ্ধি নির্দেশক তথ্যছক

বৎসর	**২০১৬**	**২০১৭**	**২০১৮**	**২০১৯**	**২০২০**	**২০২১**	**২০২২**
চাহিদা (মেগাওয়াট)	৫৮০	৬৩০	৬৮৫	৭৪৭	৭৯৬	৮৫৬	৯২২
চাহিদা বৃদ্ধির হার (%)		৮.৬২%	৮.৭৩%	৯.০৫%	৬.৫৬%	৭.৫৪%	৭.৭১%

জিআইএস প্রযুক্তির ব্যবহার:

জিআইএস প্রযুক্তি একটি আধুনিক ও গ্রাহকবান্ধব প্রযুক্তি যা গ্রাহকের প্রয়োজন অনুযায়ী সম্পদের ব্যবহার নিশ্চিত করতে ভূমিকা রাখে। নেসকো লিমিটেড এর আওতাধীন এলাকায় ইতোমধ্যে বিদ্যুৎ বিভাগের উদ্যোগে একটি প্রকল্প চলমান আছে। প্রকল্পটি নেসকো লিমিটেড এর সকল গ্রাহক, লাইন ও উপকেন্দ্রসহ সামগ্রিক সম্পদের তথ্য সংরক্ষণ ও উপস্থাপনের মাধ্যমে ভবিষ্যৎ প্রয়োজনীয়তা নিরূপন করে বিভিন্ন কর্মপরিকল্পনা গ্রহণ করতে ভূমিকা রাখবে। এছাড়াও প্রকল্পটি সম্পন্ন হলে তা স্ক্যাডা ইন্টিগ্রেশন ও স্মার্ট গ্রিড বাস্তবায়নের জন্যও প্রয়োজনীয় প্রযুক্তিগত পরিবেশ সৃষ্টি করবে। যা ভবিষ্যতেও শতভাগ ও উন্নত বিদ্যুৎসেবা নিশ্চিতকরণে ভূমিকা রাখবে।

স্মার্ট ডিস্ট্রিবিউশন সিস্টেম/ স্ক্যাডা:

বিদ্যুৎ বিতরণ ব্যবস্থার আধুনিকায়ন নাগরিকের জন্য মানসম্মত বিদ্যুৎ সরবরাহের একটি অন্যতম ধাপ। স্মার্ট ডিস্ট্রিবিউশন সিস্টেম (SCADA ও DAS) বাস্তবায়ন বিদ্যুৎ বিতরণ ব্যবস্থায় আধুনিকায়নে ভূমিকা রাখতে সক্ষম। অষ্টম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার অনুচ্ছেদ ৫.৩.১ অনুচ্ছেদে বিদ্যুৎ বিতরণ ব্যবস্থায় স্ক্যাডা বাস্তবায়নের কথা বলা হয়েছে। এলক্ষ্যে নেসকো ইতোমধ্যে একটি প্রকল্প উদ্যোগ গ্রহণ করেছে যা সম্প্রতি একনেক এ অনুমোদিত হয়েছে।

গ্রাহক আঙিনায় স্মার্ট মিটার স্থাপন:

বিদ্যুৎ সেবা যেমন সকলের জীবনযাপনের জন্য আবশ্যক, ঠিক তেমনি জীবনযাত্রার মানোন্নয়নের জন্যও এটি প্রভাবক। এজন্য বিদ্যুৎ সেবা শতভাগ গ্রাহককে নিশ্চিত করার পাশাপাশি বিদ্যুৎ সেবার প্রদানের উপায়টিকেও আধুনিক করার উদ্যোগ নিয়েছে সরকার। সেলক্ষ্যে গ্রাহকগণকে স্মার্ট মিটারের আওতায় নিয়ে আসার নীতিগত উদ্যোগ রয়েছে বিদ্যুৎ বিভাগের। এরই ধারাবাহিকতায় দেশব্যাপী সকল বিদ্যুৎ বিতরণ সংস্থার মতো নেসকো লিমিটেডও সকল গ্রাহককে স্মার্ট মিটারের আওতায় নিয়ে আসার জন্য তৎপর রয়েছে। ইতোমধ্যে, "নর্দান ইলেকট্রিসিটি সাপ্লাই কোম্পানী লিমিটেড এলাকায় পাঁচ লক্ষ স্মার্ট প্রিপেমেন্ট মিটার স্থাপন" শীর্ষক প্রকল্প এর মধ্যে প্রায় লক্ষ স্মার্ট মিটার গ্রাহক আঙিনায় স্থাপন করা হয়েছে এবং উক্ত প্রকল্পের আওতাধীন বাকি মিটারগুলো খুব শীঘ্রই স্থাপন করা সম্পন্ন হবে। নেসকো এর অবশিষ্ট ১২ লক্ষ গ্রাহকগণকেও এই সুবিধার আওতায় আনয়নের লক্ষ্যে আরও একটি প্রকল্পের উদ্যোগ একনেক এ অনুমোদনের লক্ষ্যে অপেক্ষমান রয়েছে।

রাজস্ব আদায় ও সিস্টেম লস:

বিদ্যুৎ বিতরণ সংস্থাগুলোর জন্য সিস্টেম লস নিয়ন্ত্রণ ও রাজস্ব আদায় অত্যন্ত জরুরি ও চ্যালেঞ্জিং এবং একই সাথে তা রাষ্ট্রীয় সম্পদের সংরক্ষণের জন্য আবশ্যক। নেসকো লিমিটেড এই চ্যালেন্জ মোকাবিলায় সাফল্যের দাবীদার। এ সংক্রান্ত তথ্য নিচের ছকে প্রদান করা হলো।

ছক-৬: নেসকো লিমিটেড এর সিস্টেম লস ও রাজস্ব আদায় নির্দেশক তথ্যছক

সময়	২০১৬	বর্তমান
সিস্টেম লস	১১.৯১	১০.৪৮
কালেকশন/বিল রেশিও	৯৬.৪৯	৯৯.৪৫

(খ) শতভাগ বিদ্যুতায়নে নেসকোর ভূমিকাঃ

"শেখ হাসিনা'র উদ্যোগ, ঘরে ঘরে বিদ্যুৎ" প্রতিপাদ্য কে সামনে রেখে যে কর্মযজ্ঞ শুরু হয়েছিল, তারই ফলশ্রুতিতে শত প্রতিকূলতা পেরিয়ে দেশ এখন শতভাগ বিদ্যুতের আলোয় আলোকিত। দেশের প্রতিটি ঘরে আজ পৌঁছে গেছে বিদ্যুতের আলো। নদী-পাহাড়-দীপ-সমতল মিলে যে বাংলাদেশ, তার প্রতিটি ঘরে বিদ্যুৎ পৌঁছে দেওয়ার কাজটি খুব সহজ ছিল না। নানামুখী কর্মকান্ডের সমন্বয়ের মাধ্যমে তা আজ প্রকাশিত সত্য।

শতভাগ বিদ্যুতায়নের এই যাত্রায় নেসকো লিঃ কে বেশ কিছু বিষয়ের সম্মুখীন হতে হয় যা মূলত কয়েকটি ভাগে ভাগ করা যেতে পারে।

- দেশের রংপুর ও রাজশাহী অঞ্চলের সমতল ভূখন্ডের বিদ্যুৎহীন এবং ঝুঁকিপূর্ণভাবে বিদ্যুৎ সরবরাহকৃত এলাকায় স্ট্যান্ডার্ড ও নিরাপদ বিদ্যুৎ লাইন ও চাহিদার প্রেক্ষিতে প্রয়োজনীয় উপকেন্দ্র স্থাপন।
- রংপুর অঞ্চলে বাংলাদেশের ছিটমহল সমূহে বিদ্যুৎ সরবরাহের ব্যবস্থা করা।
- রাজশাহী বিভাগ ও রংপুর বিভাগের নেসকো'র আওতাধীন এলাকায় অবস্থিত পদ্মা- তিস্তা নদীর অববাহিকায় অবস্থিত অফগ্রীড ১২ টি চরে বিদ্যুৎ সরবরাহের ব্যবস্থা করা।

বিদ্যুৎ বিভাগ, নেসকো'র পরিচালনা পর্ষদ, কর্মকর্তা-কর্মচারীগণ সহ সকল বিদ্যুৎ কর্মীর ঐকান্তিক প্রচেষ্টায় নেসকো লিমিটেড তার কার্যপরিধির সকল ঘরে পৌঁছে দিয়েছে বিদ্যুৎ সেবা। এক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখেছে নেসকো লিমিটেডের চলমান দুইটি প্রকল্প ও সামাজিক দায়বদ্ধতায় সিএসআর (Corporate Social Responsibilities) এর আওতায় গৃহীত একটি উদ্যোগ। প্রকল্পগুলোর মাধ্যমেই মূলত নেসকো লিমিটেড তার শতভাগ বিদ্যুতায়ন দ্রুততম সময়ে সম্পন্ন করতে সক্ষম হয়েছে।

"রাজশাহী বিভাগ বিদ্যুৎ বিতরণ লাইন ও উপকেন্দ্র সম্প্রসারণ এবং পুনর্বাসন প্রকল্প" এবং "রংপুর বিভাগ বিদ্যুৎ বিতরণ লাইন ও উপকেন্দ্র সম্প্রসারণ এবং পুনর্বাসন প্রকল্প":

প্রকল্প দুইটি রাজশাহী এবং রংপুর বিভাগে নেসকোর আওতাধীন এলাকায় উপকেন্দ্র স্থাপন ও বিতরণ লাইন নির্মাণের মাধ্যমে বিদ্যুৎহীন সকল গ্রাহক আঙিনায় নির্ভরযোগ্য বিদ্যুৎ সেবা পৌঁছে দিয়েছে। প্রকল্প দুইটির আওতায় ইতোমধ্যে রাজশাহী বিভাগে ৯০৬ কিঃমিঃ বিতরণ লাইন নির্মাণ, ৬৭৩ টি বিতরণ ট্রান্সফর্মার স্থাপন এবং রংপুর বিভাগে ২৪৬৪.৩৬ কিঃমিঃ বিতরণ লাইন ও ৮৬৩ টি বিতরণ ট্রান্সফর্মারের মাধ্যমে প্রকল্প এলাকায় শতভাগ বিদ্যুতায়ন সম্পন্ন করা হয়েছে। এমনকি রংপুর বিভাগের আওতায় বাংলাদেশের ছিটমহল সমূহে বিদ্যুৎসেবাও পৌঁছে দেওয়া হয়েছে এই প্রকল্পসমূহের মাধ্যমে।

অফগ্রীড চরাঞ্চলে বিনামূল্যে সোলার হোম সিস্টেম বিতরণ, স্থাপন ও রক্ষণাবেক্ষণ:

নেসকো লিমিটেড তার সম্মানিত গ্রাহকগণকে মানসম্মত বিদ্যুৎসেবা দিতে যেমন তৎপর, ঠিক তেমনি এর আওতাধীন পিছিয়ে পড়া জনগোষ্ঠীর জীবনমানের উন্নয়নেও অত্যন্ত আন্তরিক। সেই আন্তরিকতা থেকেই নেসকো লিঃ মুজিব বর্ষের মধ্যে রাজশাহী ও রংপুর বিভাগের পদ্মা ও তিস্তা নদীর তীরবর্তী দুর্গম অফগ্রীড চরসমূহে সম্পূর্ন নিজস্ব 10র্থায়নের বিনামূল্যে বিদ্যুৎ সুবিধাবঞ্চিত ১৩,৯৫২ টি পরিবার, শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান, ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান ও স্বাস্থকেন্দ্রে সোলার হোম সিস্টেম প্রদান ও স্থাপন করে দিয়েছে। তন্মধ্যে রাজশাহী অঞ্চলে পদ্মা তীরবর্তী চর আসাড়িয়াদহ-৩৩০২ টি, চর আলাতুলি-১৩০৬ টি, চর মাঝারদিয়ার-১১৩৭ টি, চর খিদিরপুর-৪৯৫ টি এবং রংপুর অঞ্চলের রংপুরের তিস্তা তীরবর্তী চর ভোটমারী-২২৪১ টি, চর দেওয়াবাড়ি-১৫৮২ টি, চর পাটিচাপাড়া-৯৭৭ টি, চর সিন্দুরনা-৭৭৩ টি, চর সানাইজান-৫০৩ টি, চর সিংগিমাড়ি- ১১৫ টি, চর গাড্ডিমারী-৮২ টি ও চর ডিমলা ট্যাপাখড়িবাড়িতে- ১২৯৯ টি পরিবার নেসকো লিমিটেড এর মাধ্যমে সোলার হোম সিস্টেম সুবিধা পেয়েছে।

চিত্র: চরাঞ্চলে সামাজিক দায়বদ্ধতার আওতায় নেসকো কর্তৃক সরবরাহ, বিতরণ ও স্থাপনকৃত সোলার হোমসিস্টেম প্রাপ্তিতে সুবিধাভোগী মানুষদের স্বস্তি প্রকাশের কিছু স্থিরচিত্র।

এই বিদ্যুৎ সেবা তাদের জীবনব্যবস্থায় আধুনিকতা, শিক্ষার হার বৃদ্ধি ও স্বাস্থক্ষেত্রে ভূমিকার রাখার পাশাপাশি চরাঞ্চলের অপরাধ প্রবণতা নিয়ন্ত্রণ ও জননিরাপত্তা নিশ্চিতকরণে ভূমিকা রাখতে সক্ষম।

(গ) শতভাগ বিদ্যুতায়নে আর্থসামাজিক উন্নয়নে সম্ভাব্য প্রভাবঃ

বিদ্যুৎ, যেকোন দেশের আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন ও জনগণের জীবনযাত্রার মানোন্নয়নে অপরিহার্য একটি উপাদান। শিল্প, কলকারখানা, কৃষিকাজ, মানব সম্পদ উন্নয়ন, আধুনিক জীবনযাত্রা, চিকিৎসা, যোগাযোগ, কম্পিউটার প্রযুক্তির ব্যবহার থেকে শুরু করে উন্নয়নের প্রায় সকল ক্ষেত্রেই প্রয়োজন বিদ্যুৎ।

বর্তমানে দেশের মোট জনসংখ্যার ১০০ শতাংশ বিদ্যুৎ সুবিধার আওতাভুক্ত এবং মাথাপিছু উৎপাদন ঘন্টায় ২০০৯ সালে ২২০ কিলোওয়াট থেকে আজ ২০২২ সালে ৫৬০ কিলোওয়াটে উন্নীত হয়েছে।

শতভাগ বিদ্যুতায়নের মাইলফলকে বাংলাদেশ। এর মাধ্যমে দক্ষিণ এশিয়ার মধ্যে বাংলাদেশই প্রথম শতভাগ বিদ্যুতায়নের দেশ হিসেবে গর্ব করতে পারে। ২০২১ সালের মধ্যে শতভাগ বিদ্যুতায়ন করার ঘোষণা দিয়েছিলেন প্রধানমন্ত্রী। মধ্যম আয়ের দেশ থেকে উন্নত দেশের দিকে যেতে এটা করা জরুরি ছিল। দেশের প্রত্যন্ত দুর্গম গ্রাম যেখানে যোগাযোগ ব্যবস্থাও বেশ কঠিন, তেমন গ্রামেও পৌঁছে গেছে বিদ্যুৎ। প্রায় সব ধরনের নাগরিক সুবিধাবঞ্চিত বহু পরিবার আজ বিদ্যুৎ সংযোগের বদৌলতে তাদের জীবনটাকে নতুনভাবে সাজানোর পরিকল্পনা করছে। চারপাশ পানিতে পরিবেষ্টিত বিস্তীর্ণ বিলের মধ্যে বসবাসকারী মানুষের ঘরেও জ্বলছে বিদ্যুতের আলো। সৌরবিদ্যুৎ সুবিধায় তাদের ঘরে জ্বলছে দীর্ঘদিনের প্রত্যাশিত বৈদ্যুতিক বাল্ব। শুধু বিলের মধ্যে নয়, দুর্গম পাহাড়ে, বিচ্ছিন্ন সব চরে পৌঁছে গেছে বিদ্যুৎ সংযোগের সুবিধা। গ্রিড-সুবিধা না থাকায় এসব এলাকায় কোথায় কোথায়ও নদী পারাপার লাইন এবং কোথাও সাগর নদীর তলদেশ দিয়ে টানা হয়েছে সাবমেরিন কেবল। কোথাও আবার সেটাও করা হয়নি অবকাঠামোগত কিংবা প্রযুক্তিগত প্রতিকূলতার কারণে। তাই সেখানে বিকল্প ব্যবস্থা হিসেবে সৌরবিদ্যুতের (সোলার হোম সিস্টেম) ব্যবস্থা করা হয়েছে। আর এভাবেই দেশের প্রতিটি জনপদে পৌঁছানো হয়েছে বিদ্যুৎ সুবিধা।

বিদ্যুৎ অর্থনীতির মূল চালিকাশক্তি। দেশের কৃষি, শিল্প, সেবা খাতসহ দৈনন্দিন জীবনে বিদ্যুতের রয়েছে ব্যাপক চাহিদা। দেশের অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধির সূচকের ঊর্ধ্বগতি নিশ্চিত করতে নিরবচ্ছিন্ন বিদ্যুতের জোগান একটি অতি গুরুত্বপূর্ণ পূর্বশর্ত। বিদ্যুৎ উৎপাদনব্যবস্থা জাতীয় প্রবৃদ্ধি অর্জন, দারিদ্র্যবিমোচন ও আর্থসামাজিক অবস্থার উন্নয়নে বিদ্যুৎ মূল চালিকা শক্তি। দেশে বিদ্যুতের চাহিদা ক্রমাগত বৃদ্ধির পরিপ্রেক্ষিতে সরকার নানামুখী পদক্ষেপ নিয়ে বিদ্যুৎ উৎপাদন বাড়ানোর চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে। সময়ের সঙ্গে সঙ্গে বিদ্যুৎ উৎপাদনের সক্ষমতা বৃদ্ধি পেয়েছে এবং মোট উৎপাদনের পরিমাণও বাড়ানো হচ্ছে। বর্তমান সরকার বিদ্যুৎ বিতরণে অর্থাৎ গ্রাহকপর্যায়ে বিদ্যুৎ সংযোগ বৃদ্ধি, নিরবচ্ছিন্ন ও মানসম্মত বিদ্যুৎ সরবরাহে বেশ গুরুত্বপূর্ণ কিছু পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে। এর মধ্যে 'শেখ হাসিনার উদ্যোগ ঘরে ঘরে বিদ্যুৎ' সিস্টেম আপগ্রেডেশন, প্রি-পেইড মিটারসহ স্মার্ট মিটার, স্মার্ট গ্রিড স্থাপন প্রভৃতি কর্মসূচি অন্যতম।

দেশের প্রতিটি দ্বার প্রান্তে বিদ্যুতায়নের ফলে -

- ❖ খাদ্য নিরাপত্তার ক্ষেত্রে বিগত বছরগুলোতে সেচ কাজে নিরবচ্ছিন্ন বিদ্যুৎ সরবরাহ নিশ্চিত করা হয়েছে। ফলে খাদ্য উৎপাদন ক্রমাগত বৃদ্ধি পেয়েছে এবং হাজার হাজার কোটি টাকার বৈদেশিক মুদ্রার সাশ্রয় হয়েছে।
- ❖ শিল্প ও ম্যানুফ্যাকচারিং খাতেও উল্লেখিত সময়ে আশানুরূপ প্রবৃদ্ধি হয়েছে। বিদ্যুৎ খাতের সক্ষমতা বৃদ্ধির ফলে শিল্প কারখানায় বিদ্যুৎ সরবরাহের পরিমাণ বৃদ্ধি পেয়েছে এবং এ খাতের প্রবৃদ্ধিতে উল্লেখযোগ্য অবদান রেখেছে। এ ছাড়া ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্পের বিকাশের ফলে বিপুল পরিমাণ কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি হয়েছে।
- ❖ পোশাক শিল্পসহ রপ্তানি খাতে যে বড় ধরনের প্রবৃদ্ধি এবং অগ্রগতি হয়েছে তাতে বিদ্যুৎ খাতের সক্ষমতার যথেষ্ট অবদান রয়েছে। পোশাক শিল্পসহ রপ্তানি মুখী শিল্পে লোড শেডিং সীমিত রেখে বিদ্যুৎ সরবরাহের গৃহীত কার্যক্রমের ফলে এ খাতের ক্রমাগত প্রবৃদ্ধি জাতীয় অর্থনীতিকে শক্তিশালী করেছে।
- ❖ এ ছাড়াও বিদ্যুতের অতিরিক্ত যোগান অর্থনীতির অন্যান্য খাত যেমন বাণিজ্যিক এবং ব্যবসায়িক কার্যক্রম, বিপণন এবং প্রক্রিয়াকরণ সেবা, বাণিজ্য, যোগাযোগ, শিক্ষা, স্বাস্থ্য, টেলিকমিউনিকেশন এবং অন্যান্য সেবা খাতের পরিমাণ সম্প্রসারিত

হয়ে অর্থনৈতিক কর্মকান্ড বৃদ্ধি করেছে। ফলে বৈশ্বিক মন্দা এবং অন্যান্য বাধা সত্ত্বেও জিডিপি'র প্রবৃদ্ধি গড়ে ৬ শতাংশের ওপরে বহাল রেখে উন্নত রপ্তানি প্রবৃদ্ধি অর্জন করা সম্ভব হয়েছে।

গত ১৩ বছরে সরকার বিদ্যুৎ খাতে যেসব উন্নয়ন করেছে তার মধ্যে রয়েছে- ৫ হাজার ২১৩ সার্কিট কিলোমিটার সঞ্চালন লাইন নির্মাণ। এছাড়া মোট ৩ লাখ ৬১ হাজার কিলোমিটার বিতরণ লাইন নির্মাণ করা হয়েছে। বর্তমানে নতুন গ্রাহকের সংযোগ সাড়ে তিন কোটি। বিদ্যুৎ সুবিধাভোগীর সংখ্যা ৪৭ ভাগ থেকে ১০০ শতাংশে পৌঁছেছে। মাথাপিছু বিদ্যুৎ উৎপাদন ২২০ কিলোওয়াট থেকে প্রায় ৫৬০ কিলোওয়াটে গিয়ে ঠেকেছে। পাশাপাশি সিস্টেম লস ৬ শতাংশে নামিয়ে আনতে পেরেছে। এর বাইরে ৪৬ লাখ ৭৭ হাজার প্রিপেইড মিটার স্থাপন করা হয়েছে। এছাড়া আরও এক কোটি প্রিপেইড মিটার প্রস্তুত। সেচ মৌসুমে নিরবচ্ছিন্ন বিদ্যুৎ সরবরাহ নিশ্চিত করা হয়েছে। অন্যদিকে, সোলার হোম স্থাপন করা হয়েছে ৬০ লাখ।

২০১৬ সালে 'শেখ হাসিনার উদ্যোগ ঘরে ঘরে বিদ্যুৎ' শীর্ষক কর্মসূচি শুরু হয়। । সব মিলে বেঁধে দেওয়া সময় ২০২১ সালের ডিসেম্বরের মধ্যেই শতভাগ বিদ্যুতায়ন নিশ্চিত করা হয়েছে। কৃষি, শিল্প, ব্যবসা-বাণিজ্য, জীবনযাপন, শিক্ষাব্যবস্থা- সবকিছুতেই নতুন জোয়ার সৃষ্টি হয়েছে। বিদ্যুৎ সুবিধার আওতায় আসার পর থেকে দুর্গম প্রত্যন্ত গ্রামের জনপদগুলো জেগে উঠেছে নতুনভাবে। আধুনিক জীবনধারার সঙ্গে যুক্ত হচ্ছে এসব এলাকার মানুষ। যেখানে মানুষ ইলেকট্রনিক সরঞ্জাম ব্যবহারের কথা কল্পনা করতে পারত না, এখন বিদ্যুৎ সুবিধার আওতায় আসার পর থেকে নানা গৃহস্থালি বৈদ্যুতিক সরঞ্জাম ব্যবহার শুরু করেছে তারা। ফলে বৈদ্যুতিক সরঞ্জামের শোরুম খুলে বসছে বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান। এর মাধ্যমে ইলেকট্রনিক সামগ্রীর নতুন বাজার সম্প্রসারিত হয়েছে দেশজুড়ে। বিভিন্ন ধরনের অনলাইন সেবার আওতায় আসার মাধ্যমে সেখানকার জীবনযাত্রার মানে পরিবর্তনের ছোঁয়া লেগেছে। গ্রামের মধ্যে বরফকল, রাইস মিল ক্ষুদ্রশিল্প কারখানা গড়ে উঠেছে। যেখানে গ্রামের নারী-পুরুষদের জন্য নতুন বিকল্প কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি হয়েছে। মৎস্যজীবীরা আগে সাগর কিংবা নদী থেকে মাছ ধরে তা সংরক্ষণের সুযোগ না পেয়ে চরম ক্ষতির সম্মুখীন হতেন, এখন স্থানীয়ভাবে বরফকল চালু হওয়ায় মাছ সংরক্ষণের জন্য অনিশ্চয়তার মধ্যে পড়তে হচ্ছে না। গ্রামের হাটবাজারে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ব্যবসার বিস্তৃতি ঘটেছে। এর ফলে গ্রামীণ অর্থনীতিতে নতুন করে গতির সঞ্চার হয়েছে। বিদ্যুৎশক্তি কাজে লাগাতে প্রয়োজনীয় সক্ষমতা অর্জন অর্থনৈতিক স্থিতিশীলতা অর্জনে দীর্ঘ মেয়াদে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখবে বলেই অনেকের ধারণা।

যুগ যুগ ধরে বিদ্যুৎ সংযোগ বিচ্ছিন্ন ছিল বাংলাদেশের দক্ষিণ অঞ্চলের সর্ববৃহৎ দ্বীপ সন্দ্বীপ। সেখানকার অধিবাসীরা কোনো দিন বিদ্যুৎ সংযোগ পাবেন- ভাবতে পারতেন না। কারণ, সাগর-পরিবেষ্টিত ওই দ্বীপে বৈদ্যুতিক লাইন টেনে বিদ্যুৎ নেওয়ার কথা ভাবা হলেও কঠিন এ কাজটি করা সম্ভব হয়নি। দীর্ঘদিনের সেই অসম্ভব কাজটি সম্ভব হয়েছে এরই মধ্যে। বাংলাদেশ বিদ্যুৎ উন্নয়ন বোর্ড ২০১৮ সালে সাগরের তলদেশে ১৬ কিলোমিটার সাবমেরিন কেবল স্থাপন শুরু করে ২০২০ সালের নভেম্বরে সন্দ্বীপে বিদ্যুৎ সরবরাহ শুরু করে। এর ফলে চারদিকে অথৈ সাগর-পরিবেষ্টিত এই দ্বীপের জনজীবনে নতুন প্রাণের জোয়ার সৃষ্টি হয়েছে। অর্থনীতিতে বিপুল সম্ভাবনা সৃষ্টি এবং দারুণ গতি আনতে বিদ্যুৎ সুবিধা শক্তিশালী অনুঘটক হিসেবে কাজ করেছে সব সময়ই, সব দেশেই, সব জনপদে। আমাদের বাংলাদেশে কিছুদিন আগেও গ্রামের মানুষের একমাত্র জীবিকা ছিল কৃষি। কৃষির বাইরে অন্য কোনো পেশা বেছে নেওয়ার সুযোগ ছিল না তাদের। সেখানে বর্তমানে ছোট-বড় সব ধরনের ধানকল থেকে শুরু করে গভীর নলকূপ স্থাপনের মাধ্যমে কৃষিজমিতে সেচের ব্যবস্থাকরণ, হাঁস-মুরগির খামার, যন্ত্রচালিত যানবাহনে বিদ্যুতের ব্যবহার হচ্ছে। গ্রামে গ্রামে কমিউনিটি ক্লিনিকে স্বাস্থ্যসেবা, ইউনিয়ন পরিষদে তথ্যসেবা কেন্দ্র, প্রাথমিক বিদ্যালয়ে মাল্টিমিডিয়া পাঠদানে সুবিধা নিশ্চিত হচ্ছে। বিদ্যুৎ উৎপাদনব্যবস্থায় বেসরকারি উদ্যোক্তারা যুক্ত হওয়ায় এ খাতে একটি বিরাট ক্ষেত্র তৈরি হয়েছে। সরকারি-বেসরকারি অংশগ্রহণের মধ্য দিয়ে এ খাতে দক্ষ ব্যবস্থাপনা গড়ে উঠেছে। জবাবদিহি বেড়েছে।

২০০৯ সালে সরকার গঠনের পর থেকেই বিদ্যুৎ উৎপাদনে গুরুত্ব দেয় সরকার। ২০০৯ সালে দেশে বিদ্যুৎকেন্দ্রের সংখ্যা ছিল ২৭, বর্তমানে তা বেড়ে ১৪৮টি হয়েছে। বিদ্যুৎ উৎপাদনের সক্ষমতা ৪ হাজার ৯৪২ থেকে বেড়ে হয়েছে ২৫ হাজার ৫১৪ মেগাওয়াট। উৎপাদন বেড়েছে পাঁচ গুণ। একই সময় সঞ্চালন লাইন বেড়েছে ৫ হাজার ২১৩ কিলোমিটার, বিতরণ লাইন বেড়েছে ৩ লাখ ৬১ হাজার কিলোমিটার। নতুন করে বিদ্যুৎ সংযোগ হয়েছে ৩ কোটি ১৩ লাখ। এর মধ্যে সেচ সংযোগ দ্বিগুণ হয়েছে, যা দেশের কৃষি উৎপাদন বৃদ্ধিতে জোরালো ভূমিকা রাখছে নিঃসন্দেহে। অতি সম্প্রতি চালু হওয়া পায়রার তাপবিদ্যুৎ কেন্দ্রের উৎপাদিত ১ হাজার ৩২০ মেগাওয়াট

বিদ্যুৎ নতুনভাবে যুক্ত হচ্ছে। ফলে দেশে বিদ্যুৎ উৎপাদনের পরিমাণও বেড়ে গেল নতুন করে। গত ১১ বছরে বিদ্যুতের দাম বাড়ানো হলেও বিদ্যুৎ খাতের ঘাটতি মেটানো যাচ্ছে না। সরকার এ খাতে গত বছর ২০২১ সালে ১১ হাজার কোটি টাকা ভর্তুকি দিয়েছে। ঘরে ঘরে বিদ্যুৎ সুবিধার বিস্তৃতি অপ্রতিরোধ্য অগ্রযাত্রায় বাংলাদেশের এগিয়ে চলাকে আরো বেগবান করবে।

দেশের অর্থনীতির গতিকে সচল এবং বেগবান রাখতে হলে বিদ্যুৎ একটি অন্যতম শক্তিশালী নিয়ামক- এটা অস্বীকার করার উপায় নেই। নিরবচ্ছিন্ন বিদ্যুৎ সরবরাহ নিশ্চিত কল্পে নানামুখী উদ্যোগ নেওয়া হলেও অনেক সময় অব্যবস্থাপনা, দুর্নীতি, অপরিকল্পিত পদক্ষেপ গ্রহণের কারণে সাধারণ জনগণকে ভোগান্তির শিকার হতে হয়। ফলে অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডে বিঘ্ন সৃষ্টি হয়। যে কারণে জ্বলানি সাশ্রয়ী উৎপাদন ব্যবস্থায় সহনীয় মূল্যে নিরবচ্ছিন্ন বিদ্যুৎ সরবরাহ নিশ্চিত করতে হবে। পরিকল্পনা ও সুষ্ঠু সমন্বয়ের মাধ্যমে বিভিন্ন বিদ্যুৎকেন্দ্রের উৎপাদিত বিদ্যুৎ বিতরণের কাজটিও করতে হবে দক্ষভাবে। বিদ্যুৎ সুবিধা পৌঁছে দেওয়া হলেও মানুষের আয়ের সঙ্গে সংগতি রেখে বিদ্যুতের মূল্য ধরে রাখার বিষয়টি নিশ্চিত করছে বাংলাদেশ সরকার ।

বাংলাদেশের স্বল্পোন্নত দেশ (এলডিসি) থেকে উন্নয়নশীল দেশে উত্তরণ ঘটেছে। জাতিসংঘের অর্থনৈতিক ও সামাজিক উন্নয়ননীতি সংক্রান্ত কমিটি (সিডিপি) গত ১৫ মার্চ এলডিসি থেকে বাংলাদেশের উত্তরণের যোগ্যতা অর্জনের আনুষ্ঠানিক ঘোষণা দিয়েছে। এলডিসি ক্যাটাগরি থেকে উত্তরণের জন্য মাথাপিছু আয়, মানবসম্পদ সূচক এবং অর্থনৈতিক ভঙ্গুরতা সূচক এ তিনটি সূচকের যে কোন দুটি অর্জনের শর্ত থাকলেও তিনটি সূচকেরেই মানদন্ডে উন্নীত হয়েছে বাংলাদেশ।

যুদ্ধবিধ্বস্ত দেশ থেকে আজকের এই উত্তরণ যেখানে রয়েছে এক বন্ধুর পথ পাড়ি দেয়ার ইতিহাস। সরকারের রূপকল্প ২০২১ বাস্তবায়নের এটি একটি বড় অর্জন। এটি সম্ভব হয়েছে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার দূরদর্শী নেতৃত্বে সাহসী এবং গতিশীল উন্নয়ন কৌশল গ্রহণের ফলে, যা সামগ্রিক অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি, কাঠামোগত রূপান্তর ও উল্লেখযোগ্য সামাজিক অগ্রগতির মাধ্যমে বাংলাদেশকে দ্রুত উন্নয়নের পথে নিয়ে এসেছে। বাংলাদেশের এ রূপান্তরের রূপকার প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা বিশ্বসভায় আপন মহিমায় স্থান করে নেয়া একজন বিচক্ষণ সফল রাষ্ট্রনায়ক। বাংলাদেশের আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন এবং আন্তর্জাতিক নানা ইস্যুতে তার বলিষ্ঠ নেতৃত্ব জাতি হিসেবে আমাদের জন্য গৌরবের। জননেত্রী শেখ হাসিনার হাত ধরেই উন্নয়নের সকল ধাপ অতিক্রম করে বাংলাদেশ একদিন দ্রুত পৃথিবীর উন্নত দেশগুলোর সঙ্গে শামিল হবে এক কাতারে।

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্বাধীন সরকারের গত দুই মেয়াদে বিদ্যুৎ খাতে বিস্ময়কর সাফল্য অর্জন করেছে বাংলাদেশ। তার দূরদর্শী নেতৃত্বে বিদ্যুৎ খাতের উন্নয়নে নেয়া হয়েছে মহাপরিকল্পনা। সারাদেশে শতভাগ ও নিরবচ্ছিন্ন বিদ্যুৎ নিশ্চিতে বিদ্যুৎ খাতে চলছে বিশাল কর্মযজ্ঞ। আওয়ামী লীগ সরকার ২০২১ সালের মধ্যে দেশের প্রতিটি ঘরে বিদ্যুৎ পৌঁছে দেয়ার লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করেছিল। সেটা আজ বাস্তব। দেশে এখন ১০০% মানুষ বিদ্যুৎ সুবিধা পাচ্ছে, যা অচিন্তনীয়। সবই সম্ভব হয়েছে নির্বাচিত প্রধানমন্ত্রী গণমানুষের নেত্রী জননেত্রী দেশরত্ন শেখ হাসিনার বিচক্ষণ ও দূরদর্শী নেতৃত্বের কল্যাণে। প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার উদ্যোগেই স্বাধীনতার ৪৫ বছর পর বিদ্যুৎ পায় ছিটমহলবাসী। ছিটমহলের ৩০৮ কিলোমিটার বিদ্যুৎ লাইন নির্মাণের ফলে ১১ হাজার ৮৮২টি পরিবার বিদ্যুৎ পেয়েছে। সম্প্রতি সাবমেরিন ক্যাবলের মাধ্যমে বঙ্গোপসাগরের দ্বীপাঞ্চল সন্দ্বীপও বিদ্যুতের আলোয় হয়েছে আলোকিত।

বিদ্যুৎ খাতে মাত্র ১২ বছরে যে অভাবনীয় বিপ্লব ঘটেছে তা প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার জন্যই সম্ভব হয়েছে। বিদ্যুৎ পেয়ে দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নে আমূল পরিবর্তন সাধিত হয়েছে। যার ফলে মানুষের জীবনযাত্রার মান বেড়েছে। পাল্টে যাচ্ছে দুর্গম চর কিংবা প্রত্যন্ত পার্বত্য অঞ্চলের অনগ্রসর মানুষের জীবনযাত্রাও। দক্ষিণ এশিয়ার দেশগুলোর মধ্যে বাংলাদেশই প্রথম দেশ যেখানে শতভাগ মানুষের দ্বারপ্রান্তে বিদ্যুৎ পৌঁছে দেয়া সম্ভব হয়েছে। এক্ষেত্রে ভারত এবং পাকিস্তানের মতো প্রভাবশালী দেশগুলোকেও পিছনে ফেলে দিয়েছে বাংলাদেশ।

শুধু দেশের জনগণের অভ্যন্তরীণ সুযোগ-সুবিধা বৃদ্ধিই নয়, বরং আন্তর্জাতিক বিনিয়োগ সুবিধার সুযোগও সৃষ্টি হচ্ছে শতভাগ বিদ্যুতায়নের ফলে। বাংলাদেশে ১৫টি ছোট-বড় প্রকল্পে সৌদি আরব বিনিয়োগে আগ্রহী। সৌদি প্রতিষ্ঠান ইঞ্জিনিয়ারিং ডাইমেনশন

দেশে ৭টি প্রকল্পে প্রায় ১.৬৮৫ বিলিয়ন ডলার বিনিয়োগের প্রতিশ্রুতি দিয়েছে। এছাড়াও সৌদি জ্বালানি সংস্থা এসিডব্লিউএ পাওয়ার বাংলাদেশের চট্টগ্রামে ৭৩০ মেগাওয়াটের পাওয়ার প্ল্যান্ট নির্মাণের জন্য প্রায় ৬০০ মিলিয়ন ডলার বিনিয়োগের প্রতিশ্রুতি দিয়েছে।

জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের স্বপ্নের 'সোনার বাংলা' বিনির্মাণের লক্ষ্যে গ্রামীণ জীবনমান উন্নয়ন তথা ভিশন ২০২১ অর্জনপূর্বক ডিজিটাল বাংলাদেশ গঠন, ২০৩০ সালের মধ্যে সাশ্রয়ী, নির্ভরযোগ্য, আধুনিক এবং টেকসই বিদ্যুৎ সরবরাহ নিশ্চিত করার মাধ্যমে এসডিজি বাস্তবায়ন করে ২০৪১ সালের মধ্যে বাংলাদেশকে একটি সুখী, সমৃদ্ধ ও উন্নত রাষ্ট্রে পরিণত করার শপথ নিয়ে বর্তমান সরকার সারাদেশে নিরলসভাবে কাজ করে যাচ্ছে। শতভাগ বিদ্যুতায়ন নিশ্চিতকরণের মাধ্যমে জনগণের জীবনমান বৃদ্ধিসহ সারাবিশ্বের সামনে দেশের গৌরব নিশ্চিতভাবে বৃদ্ধি পাবে। এখন শুধু প্রয়োজন বিদ্যুতের শতভাগ কার্যকর ব্যবহার এবং সুলভ মূল্যে বিদ্যুৎ প্রাপ্তি নিশ্চিত করা।

অচিরেই দেশে বিদ্যুৎচালিত মেট্রোরেল চালু হবে। পর্যায়ক্রমিকভাবে ভবিষ্যতে বিদ্যুৎচালিত যানবাহনের ব্যবস্থা সরকার করবে। বিদ্যুৎচালিত গাড়ি উৎপাদন হবে দেশে। রেল খাতকে ধীরে ধীরে বিদ্যুৎচালিত খাতে নিয়ে আসাসহ এরকম ভবিষ্যতের বহু পরিকল্পনা সরকারের রয়েছে। বিদ্যুৎ মন্ত্রণালয়ের মতে ২০০৯ সালে কাজ শুরুর পর সরকার সফলভাবেই ২০ হাজার ২৯৩ মেগাওয়াট বিদ্যুৎ উৎপাদনে সক্ষম ১১৯টি বিদ্যুৎ কেন্দ্র নির্মাণ করেছে। প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার বলিষ্ঠ নেতৃত্বে সরকার ২০২১ সাল নাগাদ ২৪ হাজার মেগাওয়াট বিদ্যুৎ উৎপাদনের লক্ষ্যমাত্রা গ্রহণ করেছিল। তবে এরই মধ্যে লক্ষ্যমাত্রার চেয়ে বেশি বিদ্যুৎ উৎপাদিত হয়েছে। ২৪০০ মেগাওয়াট ক্ষমতাসম্পন্ন পরিবেশবান্ধব রূপপুর পারমাণবিক বিদ্যুৎ কেন্দ্রের নির্মাণও বাস্তবায়নাধীন। প্রধানমন্ত্রী জননেত্রী শেখ হাসিনার গতিশীল ও বলিষ্ঠ নেতৃত্বে শতভাগ মানুষ বিদ্যুতের আওতায় চলে আসায় অল্প কিছুদিনের মধ্যেই বাংলাদেশ হবে ক্ষুধা, দারিদ্র্যমুক্ত ও উন্নত দেশ। ভবিষ্যত প্রজন্ম এর পূর্ণাঙ্গ সুবিধা পাবে এবং জ্ঞান-বিজ্ঞান চর্চায় উন্নত বিশ্বের সঙ্গে পাল্লা দিতে সক্ষম হবে।

"বিদ্যুতের আলো আজ জ্বলছে ঘরে ঘরে
সমৃদ্ধির বিজয় আলো- সোনার বাংলা জুড়ে"

নিরবচ্ছিন্ন বিদ্যুৎ সরবরাহ করে 'সরকারের রূপকল্প-২০২১' বাস্তবায়ন করার মাধ্যমে সফল হয়েছে সরকারের উদ্দেশ্য। এই লক্ষ্যে নিরলস কাজ করেছে সংশ্লিষ্ট সকলে। দেশ এগিয়ে যাবে, একই সাথে দেশের সামগ্রিক উন্নয়ন, দারিদ্র্য বিমোচন ও অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধিতে আসবে কাঙ্খিত অগ্রগতি। বিদ্যুতে শিল্পকারখানার চাকা ঘুরবে, গণ-মানুষের অর্থনৈতিক মুক্তি আসবে, দেশ হবে স্বনির্ভর-এ প্রত্যাশা আমরা করতেই পারি। আজ বাংলাদেশ উন্নয়নশীল দেশ। প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার রূপকল্প-২০৪১ বাস্তবায়িত হলে বাংলাদেশ হবে উন্নত দেশ। বাংলাদেশের প্রতিটি মানুষ সেদিনের প্রতীক্ষায় দূর দিগন্তে আশার স্বপ্ন চারণ করছে।